০৭ কার্তিক ১৪২৪
২২ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

"সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরবো বাড়ি" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশে "জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৭'' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে আমি গাড়ি চালক-মালিক-যাত্রী-পথচারী-শ্রমিক-কর্মচারীসহ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত পরিবহন সেবা টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমানে সড়কপথে মোটরযানের সংখ্যা, যাত্রী এবং যানবাহনের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলতে গেলে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন সড়কে, মহাসড়কে। সরকার সড়ককে নিরাপদ করতে একমুখী চলাচল, জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নতীকরণ, সড়ক ডিভাইডার নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁককে সরলীকরণ, সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, চালকদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও মহাসড়কে গাড়ি চালকদের প্রতিযোগিতা, অদক্ষতা, ওভারলোডিং, চালকের পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও প্রশিক্ষণের অভাব, পথচারীদের ট্রাফিক আইন না মানা, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব ও সামাজিক অসচেতনতাসহ বিভিন্ন কারণে সড়ক দুর্ঘটনা অনেক যাত্রীর জীবন কেড়ে নিচ্ছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি গাড়িচালক, মালিক, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন, পথচারী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন-এ প্রত্যাশা করি।

সময়ের চেয়ে জীবন মূল্যবান। সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে মূল্যবান জীবন ঝরে যাক তা কেউ চায় না। তাই সড়ককে নিরাপদ ও আরামদায়ক করার পাশাপাশি বিকল্প যানবাহনের যুৎসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৭" উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ